যুগান্তর

তারিখ 04 AUG 2007
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

দিবস

দুর্যোগের বন্ধু স্কাউট

স্কাউটিং মানবতার প্রতীক। বিশ্বব্যাপী স্বেচ্ছাসেবামূলক যুগোপযোগী আন্দোলন। শিশু-কিশোর ও যুবকদের প্রচলিত শিক্ষার পাশাপাশি আত্মমর্যাদাবান, আত্মনির্ভরশীল, সৎ, চরিত্রবান, উচ্চ মনোবলসম্পন্ন এবং অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্কাউটিং বিশেষ ভূমিকা পালন করে। স্কাউট আন্দোলনের মাধ্যমে স্কাউটরা এগিয়ে আসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায়, ঝড়, বন্যা, বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড, ভূমিকম্পের মতো দুর্যোগের সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় আর ক্ষতিগ্রস্তদের উদ্ধারের জন্য। সর্বোপরি তারা জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

প্রতিষ্ঠাকাল : আজ থেকে ১০০ বছর আগে ১৯০৭ সালের ১ আগস্ট ইংল্যান্ডের ব্রাউন্সি দ্বীপে মাত্র ২০ জন ছেলেকে নিয়ে রবার্ট স্টিফেনসন স্মিথ বিশ্ব যুবসমাজের মঙ্গলের জন্য যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তা আজ শতবর্ষে পদার্পণ করল। তারই স্বীকৃতিস্বরূপ তাকে লর্ড বেডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল উপাধি দেয়া হয়েছিল। এ উপাধি দিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশরাজ পঞ্চম জর্জ। তারপর থেকে তিনি লর্ড বেডেন পাওয়েল নামেই সুপরিচিত।

বাংলাদেশে স্বীকৃতি লাভ : ১৯৭২ সালের ৯ এপ্রিল গঠিত হয় বাংলাদেশ বয় স্কাউট সমিতি। এ বছর ৯ সেপ্টেম্বর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির ১১১ নং আদেশবলে বাংলাদেশ স্কাউটকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ১৯৭৪ সালে ১ জুন বিশ্বস্কাউট সংস্থা বাংলাদেশ স্কাউটসকে ১০৫তম জাতীয় স্কাউট সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। ১৯৭৮ সালে ১৮ জুন পঞ্চম কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউট সমিতির নাম করা হয় 'বাংলাদেশ স্কাউট'। ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ স্কাউট বিশ্বস্কাউট সংস্থার অনুমোদনক্রমে এশিয়া প্যাসিফিক রিজিয়নের অন্যান্য দেশের মতো গার্ল-ইন-স্কাউটিং প্রবর্তন করে।

স্কাউট আন্দোলনের শাখা : বয়স অনুসারে স্কাউটদের তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়।

১. 'কাব স্কাউট' দল : ৬ থেকে ১০ বছরের শিশু-কিশোর ২. বয়স স্কাউট দল : ১১ থেকে ১৬ বছরের শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত ৩. রোভার স্কাউট দল : ১৭ থেকে ২৪ তদূর্ধ্ব বয়সের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের নিয়ে গঠিত। আরেকটি শাখা 'সি' স্কাউট। মেয়েদের জন্য রয়েছে ব্রুবার্ড এবং গার্লস গাইডসহ আরও কয়েকটি বিভাগ।

স্কাউট আন্দোলনের মূলনীতি : স্কাউটের মূলনীতি ৩টি। ১. স ষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন ২. নিজের প্রতি কর্তব্য পালন এবং ৩. অপরের প্রতি কর্তব্য পালন।

স্কাউট আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য : সাতটি বৈশিষ্ট্যের ওপর স্কাউট কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১. হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শেখা ২. উপদল/ষষ্টক পদ্ধতিতে শেখা ৩. ব্যাজ পদ্ধতিতে কাজের স্বীকৃতি প্রদান ৪. মুক্তাঙ্গনে কার্যাবলী সম্পাদন ৫. তিন আঙুলে সালাম, ডান হাতে করমর্দন ৬. নির্দিষ্ট স্কাউট পোশাক ব্যাজ ও স্কার্ফ পরিধান করা এবং ৭. প্রতিজ্ঞা ও আইন মেনে চলা। কাব, স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের নিয়ম মোতাবেক অনুশীল, প্রতিজ্ঞা পাঠ ও দীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে স্কাউট আন্দোলনের সদস্য হতে হয় এবং তারা সর্বদা প্রতিজ্ঞা, আইন মেনে চলতে চেষ্টা করে।

কাব স্কাউটের প্রতিজ্ঞা : 'আমি প্রতিজ্ঞা করছি যে, আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে, প্রতিদিন কারও না কারও উপকার করতে, কাব স্কাউট মেনে চলতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব'।

কাব স্কাউট আইন : কাব স্কাউট আইন ২টি- ১. বড়দের কথা মেনে চলা ২. নিজেদের খেলায়ে কিছু না করা।

রোভার স্কাউটের প্রতিজ্ঞা : 'আমি আমার আত্মমর্যাদার ওপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে, সর্বদা অপরকে সাহায্যে করতে এবং স্কাউট আইন মেনে চলতে আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব'।

রোভার স্কাউট আইন : স্কাউট আইন সাতটি- ১. স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী ২. স্কাউট সবার বন্ধু ৩. বিনয়ী ও অনুগত ৪. জীবনের প্রতি সদয় ৫. সদা প্রফুল্ল ৬. মিতব্যয়ী এবং ৭. স্কাউট চিন্তা কথা ও কাজে নির্মল।

স্কাউটিংয়ের মূল মন্ত্র বা মটো : কাব স্কাউট মটো : যথাসাধ্য চেষ্টা করা; বয় স্কাউট মটো : সদা প্রস্তুত; রোভার স্কাউট মটো : সেবা।

অ্যাওয়ার্ড : স্কাউটদের নানা অবদানের জন্য অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। কাব স্কাউটদের 'শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড'; স্কাউটদের সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'প্রেসিডেন্টস স্কাউট অ্যাওয়ার্ড'; রোভার স্কাউটদের জন্য 'প্রেসিডেন্টস রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড' রয়েছে।

প্রথম বিশ্ব জাম্বুরি : ১৯২০ সালের ২৩ জুলাই থেকে ৮ জুলাই পর্যন্ত একটানা ১০ দিন প্রথম বিশ্ব জাম্বুরি ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম বিশ্ব জাম্বুরিতে ২১টি স্বাধীন দেশ ও ১২টি ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রায় ৮ হাজার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। প্রথম ওয়ার্ল্ড জাম্বুরিতেই স্কাউটদের বিশ্ব সংস্থা WOSM বা World Organization of Scouting Movement গঠন করা হয়।

জাম্বুরি ২০০৭ : ২৮ জুলাই ০৭ থেকে ৮ আগস্ট ০৭ পর্যন্ত ২২তম জাম্বুরি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একই সঙ্গে এই আন্দোলনের প্রবর্তক লর্ড বেডেন পাওয়েলের ১৫০তম জন্মবার্ষিকী ও স্কাউটিংয়ের শতবর্ষ পালন করা হচ্ছে। এবারের আয়োজক ইংল্যান্ড। এসেক্সের চেম্সফোর্ড পার্কে অনুষ্ঠিত হবে ২২তম জাম্বুরি। এতে ১৬০টি দেশের প্রায় ৮০ হাজার স্কাউট ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এটি স্কাউট জাম্বুরি ইতিহাসে সর্ববৃহৎ আয়োজন। জাম্বুরি আয়োজনের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় রয়েছে চেম্সফোর্ড ব্যুরো কাউন্সিলের ১টি কমিটি। অন্যবারের মতো এবারও বাংলাদেশের স্কাউটরা এ জাম্বুরিতে অংশগ্রহণ করে।

❑ মু. মশিউর রহমান মিজান